শুধু মাচিকো নয় অনেকেই এসেছেন বাংলাদেশকে জানতে

২৫ মার্চ থেকে জাপানের আইচিতে শুরু হয়েছে বিশ্বের মেগা ইভেন্ট এক্সপো ২০০৫। এই মেলা শেষ হবে ২৫ সেপ্টেম্বর ২০০৫-এ। এর আগে ১৯৭০ সালে জাপানের ওসাকায় বসেছিল এই আসর। এবারের আয়োজন ১৫০ বছরের ইতিহাসে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। জাপানসহ ১২২টি দেশ মেলায় অংশগ্রহণ করেছে। এবারের মেলার থিম করেছে 'প্রকৃতির বিচক্ষণতা'। প্রকৃতি, প্রযুক্তির বিচক্ষণতা আর উৎকর্ষতায় এক অভূতপূর্ব এই মেলায় দর্শনার্থীদের সংখ্যা আশা করা হয়েছিল দেড় কোটি। ৩৫ দিন বাকি থাকতেই যা পূর্ণ হয়ে গেছে। মেলার বড় আকর্ষণ বাংলাদেশ। এখানে তুলে ধরা হয়েছে বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য...

মেলা ঘুরে লিখেছেন **রাহমান মণি ও কাজী ইনসান**

৫.০০ : ১৫ আগস্ট ৫টায় ঘুম থেকে উঠেই গাড়িতে যাত্রা। কিন্টেস্টু লাইনের এদোবাস রেলস্টেশনের উদ্দেশে। বলে রাখা ভালো, মাই-প্রিফেকচার টোকিও থেকে প্রায় ৬০০ মাইল দূরে তাই রেলস্টেশনের সংখ্যা কম। গাড়িই ভরসা।

৬.০০ : ৯৮০ ইয়েন করে টিকেট কিনে এক্সপ্রেস ট্রেনে চড়ে বসি নাগোয়ার উদ্দেশে। ট্রেন চলছে তো চলছেই। সূর্যের প্রথম আলো সবেমাত্র ধান ক্ষেতগুলোর ওপর পড়েছে। ট্রেনে যাত্রী খুবই কম। জাপানে আগস্ট মাসের মাঝামাঝি সাধারণ ছুটি থাকে। বিশেষ করে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো। এ সময় জাপানিজরা নিজ নিজ গ্রামে ফিরে যায় তাদের আত্মীয়দের আত্মার জন্য মাগফেরাত কামনা করতে।

৭.০০ : এক ঘণ্টার লম্বা ভ্রমণ করে নাগোয়া স্টেশন পৌঁছি। এখান থেকে ট্রেন বদল করে পাতালরেলে যেতে হবে ফুজিগওকা স্টেশনে। সেখানে বাংলাদেশ প্যাভিলিয়নের দুইজন কর্মকর্তা থাকবেন আমাদের নেয়ার জন্য। ২৫

পরী বিবি'র মাজারের আদলে বাংলাদেশ প্যাভিলিয়ন

মিনিটের পথ হলেও ট্রেন বদল করতে ৭ মিনিট লেগে যায়। নাগোয়া রাজধানী টোকিও থেকে ৮০০ কিঃ মিঃ দূরে হলেও রাজধানী থেকে কোনো অংশে কম নয়। নাগোয়া থেকে শুরু হয়ে যায় এক্সপো ২০০৫ আইচি-এর আমেজ। চারদিকে পোস্টারের ছড়াছড়ি। চোখে পড়ার মতো নামী-দামী কোম্পানিগুলোর বিজ্ঞাপন। নাগায়ো হলো আইচি প্রিফেকচারের একটি প্রসিদ্ধ স্থান।

৭.৩০: এ সময় ফুজিগওকা স্টেশনে বাংলাদেশ প্যাভিলিয়নের দুইজন কর্মকর্তার থাকার কথা থাকলেও কাউকে না পেয়ে হতাশ হয়ে যাই। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি দোষ আমাদের। ২ মিনিট লেট। ট্রেন বদল করতে গিয়ে এই ঝামেলা হয়েছে। তাই যথাসময়ে না পেয়ে কর্মকর্তারা আমাদের না নিয়েই চলে যান অন্য কর্মচারীদের নিয়ে। মনে হলো এরই নাম জাপান। লজ্জিত হলাম। মোবাইলে যোগাযোগ করলে দশ মিনিট অপেক্ষা করতে বলেন। ৭.৪৫-এর সময় বাংলাদেশ প্যাভিলিয়নের ডেপুটি কমিশনার জেনারেল আব্দুল মতিন এবং প্যাভিলিয়ন ডাইরেক্টর আব্দুল হালিম

আসেন আমাদের নেয়ার জন্য। পনেরো মিনিটের পথে অনেক আলাপ হলো। এক্সপো ২০০৫-এর ওপর দুজনই বিভিন্ন বর্ণনা দিতে থাকেন।

৮.০০ : দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর এক্সপো ২০০৫, আইচি, জাপানের দ্বিতীয় গেটে উপস্থিত হলাম। মূল গেট দিয়ে মূলত দশনার্থীরা প্রবেশ করে এবং নির্দিষ্ট সময়ের আগে খোলা হয় না। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় গেট দিয়ে এক্সপো কর্মকর্তা, মিডিয়া এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্টরা প্রবেশ করতে থাকেন। যথারীতি চেকের পর অনুমোদন মিলে ভেতরে প্রবেশের।

ভেতরে প্রবেশ করলেও আঁকাবাঁকা পথে গাড়িতে প্রায় ছয় মিনিট লেগে যায় বাংলাদেশ প্যাভিলিয়ন পর্যন্ত পৌঁছাতে। এক্সপো ২০০৫ করার জন্য বেছে নেয়া হয় কয়েকটি পার্ককে। এই পার্কগুলোর মূল গঠন ঠিক রেখে তৈরি হয় এক বিশাল আয়োজন। এক্সপো শেষ হলে আবার আগের অবস্থায় ফিরে যাবে পার্কগুলো। কথা প্রসঙ্গে জানালেন মতিন সাহেব।

বাংলাদেশকে রাখা হয়েছে গ্লোবাল কমন-১ জোনে। সঙ্গে রয়েছে শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান, ভারত, নেপাল, ভুটান, মঙ্গোলিয়া, ইরান, কাতার, সৌদি আরব, কোরিয়া, ইয়েমেন, চীন এবং মধ্য এশিয়া। এভাবে সেন্টার জোন/ইন্টারঅ্যাকটিভ ফান জোন/ ফরে এক্সপিরিয়েন্স জোন/ কর্পোরেট প্যাভিলিয়ন জোন এবং সেটো এরিয়া এই ১২টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে দর্শনার্থীদের সুবিধার্থে। দর্শনার্থীদের প্রবেশ করার আগে কিছু সময় থাকে বলে জনাব মতিন ও জনাব হালিম গ্লোবাল-১-এর বিভিন্ন প্যাভিলিয়ন ঘুরে ঘুরে দেখান এবং বর্ণনা দেন।

৮.৩০ : হঠাৎ চোখে পড়ে মূল ফটক দিয়ে লোকের ঢল নামছে এবং সবাই দৌড়াচ্ছে কে কার আগে যাবে, এই ভেবে। অবাক হই বটে। কারণ বাংলাদেশ হলে অন্য কিছু ভাবার সুযোগ ছিল। কিন্তু এই জাপানে! মতিন সাহেবের কাছে জানতে পারলাম শনিবার, রবিবার এবং অন্যান্য বন্ধের দিন সকাল ৮.৩০টার মধ্যে ফটক খুলে দিতে বাধ্য হয়। অনেকেই সকাল ৫টা থেকে লাইন দিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে তাদের পছন্দমাফিক দেখার জন্য। তাই যেগুলো বেশি আকর্ষণীয় সেইগুলোর দিকে ছুটছে সবাই।

৯.০০ : মেইন গেট খুলে দিলেও এখনো গ্লোবাল-১ এ তার কোনো বাতাস লাগেনি। জাতীয় পতাকা যেখানে সারিবদ্ধভাবে টাঙানো হয়েছে সেখানে গেলাম। ছবি তুললাম লাল সবুজ পতাকাটির।

১০.০০ : বাংলাদেশ প্যাভিলিয়নে রাখা রিকশার প্রতি সবার আগ্রহ বেশি। ছবি তুলতে পোজ দিচ্ছেন বিভিন্ন বয়সের লোকজন। কেউ কেউ ধরে দেখার জন্য বায়না ধরছেন। আমাদের দেশে রিকশা অবহেলায় পড়ে

মুন্সিগঞ্জের সাপুড়ে আলমগীরের সাপখেলা দর্শক মাতিয়েছে

থাকলেও এক্সপো ২০০৫-এ বাংলাদেশ প্যাভিলিয়নে বেশ আকর্ষণীয় বস্তুতে পরিণত হয়েছে। কর্মকর্তারা জানালেন, রিকশা যে এতো আকর্ষণীয় হবে তা ভাবতেও পারিনি। প্রথম দিকে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে ক্লান্ত হয়ে যেতাম। তারপর থেকে এখন ইংরেজি ও জাপানিজ ভাষায় বর্ণনা লিখে দেওয়াতে এখন আর প্রশ্ন করে না। তবে ছবির জন্য একসঙ্গে পোজ দিতে হয় প্রায়ই। এ রিকশার যে কতো ছবি তোলা হয়েছে তার হিসাব নেই। অনেকেই পরিবেশ বন্ধু বলে অভিহিত করছে বর্ণনা পড়ে।

রিকশা ছিল অন্যতম আকর্ষণ

কথা হলো ইওয়াজাওয়া পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে। আইচিতেই থাকেন। দুই মেয়েকে নিয়ে এসেছেন এ দম্পতি। রিকশার কথা অন্যদের কাছে শুনেছেন কিন্তু চোখে দেখেননি। বাচ্চাদের আবদার রক্ষার্থে প্রথমেই বাংলাদেশ প্যাভিলিয়নে এসেছেন। ভিড়ের মধ্যে সময় বেশি লাগে। পত্রিকার লোক শুনে ছবির জন্য পোজ দিলেন স্বপরিবারে। বুড়াবুড়িরাও পিছিয়ে নেই। একজন আরেকজনের ছবি তুলছে রিকশাকে নিয়ে। কেউ আবার অন্যদের অনুরোধ জানাচ্ছে একসঙ্গে ছবি তুলে দেয়ার জন্য।

১১.০০ : দর্শনার্থীদের পদচারণায় প্যাভিলিয়ন বেশ সরগরম হয়ে উঠেছে। কেউ কিনছে কেউ বা আগ্রহ ভরে দেখছে। নাড়াচাড়া করছে। খাবারের দোকানে লম্বা লাইন পড়ে গেছে। চিকেন, ভেজিটেবল, কাবাব এবং বিফকারি রাখা হচ্ছে ৭০০ ইয়েন করে এবং নানরুটি (প্লেন) ৩০০ ইয়েন করে। সেট রাখা হচ্ছে ১ হাজার ইয়েন করে। সবাই সেট কিনছে। আহামরি মজা হয়েছে বলা যাবে না। তবে সবাই খুব মজা করেই খাচ্ছে। বিশেষ করে নানরুটি। অনেকেই আবার কাচের বাইরে থেকে নানরুটি বানানো আগ্রহ ভরে দেখছে।

১২.০০ : বাংলাদেশ প্যাভিলিয়নের সবচেয়ে আকর্ষণীয় শো হচ্ছে সাপ খেলা। বারবার ঘোষণা দেয়া হচ্ছে সাপ খেলা দেখানো হবে ১২.১৫ থেকে ১২.৩০ পর্যন্ত। কিন্তু এই প্রচন্ড গরমেও অনেকেই আগেভাগেই বসে স্থান দখল করে। কাছ থেকে সাপ খেলা দেখবে বলে। কারণ ইতিমধ্যে ইলেক্ট্রনিক্স মিডিয়া এবং প্রিন্ট মিডিয়াতে সাপ খেলা বেশ প্রচার পেয়েছে।

চিন্তামণি তিড়িং বিড়িং সাপের খেলা না হলেও এই সাপটির আদিবাস (জন্ম) থাইল্যান্ড। বর্তমানে গুনমা- কেন এ সাপ যাদুঘর থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। নাম 'থাইকোবরা'। বিষদাঁত ভেঙে ফেলা হয়েছে। তারপরও সতর্কতার কমতি নেই। অনেক বিধিনিষেধ রয়েছে কর্তৃপক্ষের। নির্দিষ্ট স্থানে রেখেই নড়াচড়া করাতে হবে। ঝুপড়ি থেকে সম্পূর্ণ বের করা যাবে না। দর্শকদের কাছে নেয়া যাবে না। কাউকে ভয় দেখানো যাবে না ইত্যাদি ইত্যাদি। মুন্সীগঞ্জের সাপুড়ে আলমগীর হোসেন বাংলাদেশী ভঙ্গিমায় দর্শকদের উদ্দেশে কিছু বলে তার বীণ বাজিয়ে সাপ খেলা দেখাচ্ছেন। জাপানিজ ভাষায় বুঝিয়ে দিচ্ছেন জাপানিজ তরুণী কনডো মিহো। খেলা শেষ হয়ে গেলেও অনেকেই বসে আছেন এখনো। অনেকেই বলছেন, এত তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেল যে, বুঝেই সারতে পারলাম না। স্কুলের ছেলেমেয়েদের উৎসাহের শেষ নেই।

১.০০ : খাবারের দোকানে ভিড় কমবে বলে মনে হচ্ছে না। লাইন বেশ লম্বা হয়ে গেছে। ১৫-২০ মিনিট লাইনে থেকে কিনা খুবই স্বাভাবিক মনে হচ্ছে তাদের কাছে এখনো। নির্দিষ্ট স্থানে বসে বসে বাংলাদেশী স্বাদ নিচ্ছেন

এবং বিশাল স্কিনে ডিস্কভারি বাংলাদেশ দেখছেন। বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে ডিসকভারি বাংলাদেশ। সাতোহ মাউমি ২১ বছরের জাপানিজ তরুণী। নিফু বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন। মিডিয়ার কল্যাণে বাংলাদেশের নেতিবাচক খবরই বেশি জানেন বলে জানালেন। কিন্তু ডিসকভারি বাংলাদেশ দেখে বাংলাদেশ যাওয়ায় খুবই আগ্রহ তার। আজ দ্বিতীয়বারের মতো প্যাভিলিয়নে এসেছেন। আগের দিন ভালো লাগাতে প্যাভিলিয়নের কর্মচারীদের সঙ্গে ছবি তুলে নিয়ে গেছেন। আজ দিতে এসেছেন উপহারস্বরূপ।

২.০০ : ২০০৬-এর মার্চে অনুষ্ঠিত হয় ওয়াটার এক্সপো। তাতে অংশগ্রহণ করায় আমন্ত্রণ জানাতে এসেছেন মেক্সিকোর প্যাভেলিয়নের জনসংযোগ পরিচালক জর্জিনা ভারেল্যা। দর্শনার্থীদের তিনি মতিনকে কিছু তথ্যপুস্তিকা, মনোগ্রাম এবং উপহার দিয়ে গেলেন। নরসিংদী থেকে আনা হয়েছে তাঁতযন্ত্র। দর্শনার্থীদের তাঁতের ওপর বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর এবং কিভাবে বুনানো হয় তা দেখাতে হয়। তাঁতটি পরিচালনা করছেন হুমায়ুন কবীর মজুমদার নামক একজন তাঁতি। একই গ্যালারিতে রয়েছে পাটজাত পণ্য, চামড়া শিল্প এবং অন্যান্য। সবাই কার্পেটের খুব প্রশংসা করছেন কিন্তু আঁশ উঠে আসছে বলে কেনার আগ্রহ দেখাচ্ছে না।

৩.৫০ : বাংলাদেশের সাপ খেলা এক্সপো উন্মুক্ত মঞ্চ শো'র প্রথম কয়েকটির মধ্যে দর্শকনন্দিত একটি। কর্তৃপক্ষের বিশেষ অনুরোধে বাংলাদেশ প্যাভিলিয়নের নির্ধারিত শো ছাড়াও বন্ধের দিনগুলোতে বিভিন্ন গ্লোবাল এলাকায় ঘুরে ঘুরে আরো একটি করে অতিরিক্ত শো দেখানোর আজকেই প্রথম দিন। আজ শো হচ্ছে গ্লোবাল-৩-এ। এখানে রয়েছে জার্মান, ফ্রান্স, ইটালি, স্পেন, বুলগেরিয়া, তুরস্ক, লিবিয়া, গ্রিস, ক্রোয়েশিয়া, মরক্কো, জর্ডান, তিউনিশিয়ার মতো দেশের প্যাভিলিয়ন। ঘোষণা শুনেছে আরো একটি সাপ খেলা হবে। কিন্তু কোথায় হবে তা না জানার কারণে সবাই প্যাভিলিয়নে এসে জানতে চাচ্ছে। তাদের বলার জন্য রীতিমতো একজন লোক লাগছে।

৪.০০ : ভিড় লেগে গেছে ডাকটিকেট গ্যালারিতে। এক্সপো-২০০৫ আইচি ডাকটিকেট স্মরণীয় করে রাখার জন্য অংশগ্রহণকারী দেশগুলো তাদের নিজস্ব মনোগ্রাম দিয়ে ডাকটিকেট তৈরি করে কর্তৃপক্ষের নির্দেশে। আবালবৃদ্ধবনিতা সবাই বিভিন্ন দেশের প্যাভিলিয়ন পরিদর্শন করে যাওয়ার সময় সেই দেশের মনোগ্রাম সংবলিত ডাকটিকেটের সিল সংগ্রহ করে নিচ্ছে ওয়ার্ল্ড স্ট্যাম্প পাসপোর্ট বুক। কেউ কেউ আবার ডাকটিকেটের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট প্যাভিলিয়ন

উঠে এসেছে গ্রামীণ তাঁতশিল্প

বাংলাদেশ প্যাভিলিয়নে বিজয়ে হাসি

কর্মকর্তাদের সাইন নিতেও ভুল করছেন না। বিশেষ করে শিশু-কিশোরদের উৎসাহই বেশি।

৫.০০ : মাচিকো নুনোতানি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী বাংলাদেশ প্যাভিলিয়নে এসেছেন শুধুই বাংলাদেশকে জানতে। আগামী অক্টোবরে তিনি বাংলাদেশ যাবেন ভ্রমণে। শুধু মাচিকে নয় অনেকেই এসেছেন বাংলাদেশকে জানতে। শুনেছেন এক্সপোতে বাংলাদেশ প্যাভিলিয়ন আছে। আমাদের পেয়ে বাংলাদেশের কথা বিস্তারিত জানতে চান। বাংলাদেশ গেলে অবশ্যই তিনি রিকশা চড়ে বেড়াবেন কথাটি বেশ উৎসাহ নিয়েই বলেন। সিলেট এবং কক্সবাজার যেতে আগ্রহী। তৈরি পোশাকের গ্যালারিতে ভিড় দেখা যাচ্ছে। ভিড় আছে চামড়াজাত শিল্পের গ্যালারিতেও। বুটিকও পিছিয়ে নেই। তবে কেনার চেয়ে জানার আগ্রহই বেশি বলে মনে হচ্ছে।

৬.০০ : ভারতের জাতীয় দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ প্যাভিলিয়নের সামনে স্টেজ শো করছে। ভারতের মহারাষ্ট্র অঞ্চল থেকে সাংস্কৃতিক দল এসেছে। দমাদম মাস্কা... মানিকা পহেলা নাম্বার মার্কা গান শুনে ছুটে গেলাম সেখানে। স্টেজ শো বলতে শুধুই গান এবং নাচ। রাজশাহীর সিল্কের বিভিন্ন সামগ্রী বিক্রি হচ্ছে দেদারছে। কথা হয় বেশ কয়েকজনের সঙ্গে। বাংলাদেশের সিল্ক যে এতো সুন্দর তা তাদের কল্পনায়ও ছিল না। নাকাওয়া মিসাকি বর্তমানে বাংলাদেশ সম্বন্ধে পড়ালেখা করছেন। রাজশাহীর রেশম শিল্পের কথা বই থেকে জেনেছেন। স্বচক্ষে দেখার জন্য এসেছেন। খুব শিগগিরই বাংলাদেশ যাবেন বলে জানালেন।

৭.০০ : চারদিকে অন্ধকার হয়ে এসেছে। কিন্তু দর্শনার্থীদের পদচারণায় মুখরিত প্যাভিলিয়ন। সবাই কেনাকাটায় মনোনিবেশ করেছে। পিনব্যাজ-এর জন্য অনেকেই আগ্রহ দেখাচ্ছে। কিন্তু কর্তৃপক্ষ দিতে পারছে না বলে দুঃখ প্রকাশ করছে। ব্যাজ শেষ হয়ে গেছে। এবং অতিরিক্ত এক হাজার আসার অপেক্ষায় রয়েছে, হালিম জানালেন। বাংলাদেশ এবং জাপানের জাতীয় পতাকা পাশাপাশি এবং এর নিচে এক্সপো ২০০৫ আইচি, জাপানের লেখা সংবলিত মনোগ্রাম রয়েছে বাংলাদেশ প্যাভিলিয়ন ব্যাজে।

৮.০০ : মাইকে ঘোষণা দেয়া হচ্ছে সময় শেষ হয়ে যাবে। সবাই যেন চলে যায়। যাদের গন্তব্য দূরে তাদের যাওয়ার মাধ্যম এবং ট্রেন ছাড়ার সময় বলে দেয়া হচ্ছে। আসার জন্য ধন্যবাদ এবং আবার আসার আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে বিনয়ের সঙ্গে। কিন্তু কে কার কথা শুনছে। সবাই কেনাকাটায় ব্যস্ত। ৭০ বছরের মাৎসুদা দম্পতি এসেছে বাংলাদেশ প্যাভিলিয়নে তাদের পছন্দমাফিক উপহার কিনে দেবে একে অন্যকে। এবং তা হবে সিল্কের। কিন্তু তাদের আবদার দুইটি কিনলে একটু হলেও ছাড় দিতে হবে। মাৎসুদা দম্পতিকে ছাড় দিতে দেখে দুই চাইনিজ মহিলার আবদার তাদেরও দিতে হবে। বাধ্য হয়ে তাদেরও ছাড় দিতে হলো কর্তৃপক্ষকে। সামান্য ছাড় পেয়ে সবাই নিজেকে ধন্য মনে করছে। ইজুহারা চিকা জাপানি কর্মচারী, বেশ উপভোগ করছে। যদিও তার ডিউটি শেষ।

১০.০০ : সারা দিনের পরিশ্রমে সবাই ক্লান্ত। গোছানো অনেকটা শেষ হয়ে এসেছে। নাওয়া থেকে শেষ ট্রেনটা ছেড়ে যাবে ২৩টা ১ মিনিটে, আমাদের গন্তব্যে। সেই ট্রেন ধরতে হবে। তাই জনাব হালিম কোনো রিকশা না নিয়ে নিজেই ড্রাইভ করছেন নাওয়ার উদ্দেশে। পেছনে পড়ে যাচ্ছে এক্সপো ২০০৫. সারা দিনের স্মৃতি, হৈহল্লা, আনন্দ এবং বিচিত্র সব অভিজ্ঞতা। বর্ণনা দিয়ে যাচ্ছেন সবাই। নির্ধারিত সময়ের আগেই পৌঁছে যাই নাওয়া স্টেশন। এখন শুধু বিদায়ের পালা। তাদের সঙ্গে থেকে যাওয়ার অনুরোধ, আবার আসার আমন্ত্রণ ইত্যাদি। সব কিছুকে ত্যাগ করে চলে আসতে হলো সবাইকে বিদায় জানিয়ে।